স্বৈরাচারী দোসর ও একাত্তরের পরাজিত শক্তি আবার ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে

মেহেরপুরের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেছেন, সারা বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামগঞ্জের মানুষ তারেক রহমানের ধানের শীষে ভোট দিয়ে দেশপ্রেমিক সরকার গঠন করেছে। ভাইয়েরা, আমার চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। স্বৈরাচারী দোসর ও একাত্তরের পরাজিত শক্তি আবার ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা পরিষদের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মাসুদ অরুন বলেন, আমার এলাকা কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এ অঞ্চলের মানুষ সবাই কৃষকের সন্তান। সরকার ইতিমধ্যে সারের বিপণন ব্যবস্থায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। যেখানে অভিযোগ আছে, অনিয়ম হয়েছে, সুষ্ঠু তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ইনশাআল্লাহ, আমরা কথা দিতে পারি, কৃষক এই মাস থেকেই ন্যায্য মূল্যে সার পাবে।

তিনি বলেন, “আমরা লড়াইয়ের জন্য রাজপথে থাকব। অনেক বন্ধু বলেন, ভাই, ৮ থেকে ৯ মাস হয়ে গেল, কিছুই তো পেলাম না। আমরা যারা জেল-জুলুম খেটেছি, রাজপথে লড়াই করেছি, তাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে। এই সরকারকে অন্তত আমাদের দুই বছর সুযোগ দেওয়া উচিত। এখনই বলছেন, ত্যাগীরা কেন কিছু পায় না। ত্যাগ স্বীকার করেছি বলেই তো স্বৈরশাসনের হাত থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে পেরেছি। আল্লাহর অশেষ কৃপায় সবার মূল্যায়ন হবে।”

দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের প্রসঙ্গ তুলে মাসুদ অরুন বলেন, “দীর্ঘ সময় রাজপথে ছিলাম। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে এখনো আমরা রাজপথে আছি। আমরা বলেছি, মাসুদ অরুন পরাজিত হতে পারে, হয়তোবা ষড়যন্ত্রের কারণে। আলহামদুলিল্লাহ, তারেক রহমান এ দেশের প্রধানমন্ত্রী—এর চেয়ে বড় কিছু চাওয়া আমার নেই।”

মাসুদ অরুন বলেন, “আমি শুধু একটাই অনুরোধ করব, জুলাইয়ের

গণঅভ্যুত্থানের চেতনাকে আমরা ধারণ করব। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ঘোষিত একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করি। ভাইয়েরা আমার, এই চেতনার সঙ্গে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করব না। এই চেতনাকে সামনে রেখে আমরা বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।”

নতুন বাংলাদেশ গঠন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, “নতুন একটি গণতান্ত্রিক সমাজ, রাষ্ট্র এবং জনগণের গণতান্ত্রিক কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের যে চেষ্টা, সেই চেষ্টা আমাদের অব্যাহত থাকবে। তারেক রহমানের সরকারের বিরুদ্ধে কেউ অপতৎপরতা চালালে আমরা আবারও রাজপথে নামব।”

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ। এ সময় বক্তব্য দেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক হাসান আলী এবং মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্যসচিব নওফেল আহমেদ রনি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহসভাপতি বাবু সাবের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান রোকন ও সাইদুর সুজন, সদর উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব বিপ্লব মাস্টার, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান, পৌর যুবদলের সদস্যসচিব নওশেল আহমেদ রনিসহ জেলা যুবদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

বক্তব্য শেষে শহরের কোর্ট চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে শেষ হয়।

ঝিনাইদহে বিএনপি নেতা আনোয়ারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, দখলবাজি, সালিশের নামে অর্থ আদায়, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা, সরকারি জায়গা দখল, ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম

থেকে অর্থ নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। এ ছাড়া স্কুলের খেলার মাঠের জায়গা দখল করে মার্কেট নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মামলা করলে নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে যায় বলে দাবি করা হয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে হাটগোপালপুর বাজারের এক বছরের ইজারার প্রায় ২১ লাখ ৮৪ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগও তোলা হয়েছে। দুস্থ, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের জন্য বরাদ্দ করা সরকারি ত্রাণসামগ্রী বিতরণেও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগকারীদের দাবি, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে চেয়ারম্যানকে সরিয়ে দেওয়ার পর রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে আনোয়ার হোসেন নিজের ইচ্ছামতো অর্থের বিনিময়ে এসব সহায়তা বিতরণ করেছেন। এতে প্রকৃত অসহায় মানুষেরা সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে।

অভিযোগপত্রে ঝিনাইদহ সদর থানা ছাত্রদলের সদস্যসচিব সাকিব আহমেদের চাচা আরিফকে মারধর করে তাঁর পা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। এ ছাড়া কালা লক্ষ্মীপুর গ্রামে সামাজিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে মাহাবুব নামের এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগ তোলা হয়েছে। পদ্মাকর গ্রামে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে এক পক্ষকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া এবং অপর পক্ষের কাছ থেকে এক লাখ টাকা আদায়ের অভিযোগও রয়েছে।

জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেনের ভাই হাসানের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা করে পাটবোঝাই গাড়ি নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। পরে সালিশের মাধ্যমে ১০ লাখ টাকার পাটের বিপরীতে মাত্র ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে।

জমি বিক্রি ও রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করেও অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে। অভিযোগপত্র অনুযায়ী, হাটগোপালপুর এলাকার কাজল বিশ্বাসের জমি বিক্রির পর তাঁর কাছ থেকে ৬০ হাজার টাকা নেওয়া হয়। পদ্মাকর গ্রামের বিএনপিকর্মী জাহিদ মোল্লার কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা এবং তিওড়দহ গ্রামের আব্দুস সাত্তার, ছয়াইল গ্রামের জাহিদুল বিশ্বাস ওরফে ঝন্টু ও পুটিয়া গ্রামের টিপুর কাছ থেকে পৃথকভাবে মোট ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা চাঁদা আদায়ের অভিযোগ করা হয়েছে।

সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান বিকাশ বিশ্বাসকে দুই লাখ টাকার বিনিময়ে পুনর্বাসনের অভিযোগও রয়েছে। অভিযোগপত্রে তাঁকে ‘ফ্যাসিবাদের হোতা’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া হাটগোপালপুর বাজারের পাওয়ার হাউসের উত্তর পাশে মিলন ওরফে আমেরিকান মিলনের কাছ থেকে মোটরসাইকেল কেনার জন্য জোরপূর্বক ১০ হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কাঁচাবাজার, মাছ ও মাংসসহ বিভিন্ন পণ্য নিয়ে মূল্য পরিশোধ না করার অভিযোগও তুলেছেন অভিযোগকারীরা। তাঁদের দাবি, বাজারে ব্যবসা করতে হলে চাঁদা দিতে হয়। কেউ প্রতিবাদ করলে হামলা, মামলা ও নির্যাতনের ভয় দেখানো হয়। এ কারণে অনেক ব্যবসায়ী ভয়ে মুখ খুলতে চান না।

আনোয়ার হোসেনের ভাগ্নে সুমনকে দিয়ে ইয়াবা, গাঁজা ও অন্যান্য মাদকের ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগও করা হয়েছে। অভিযোগকারীদের দাবি, এ ধরনের কর্মকাণ্ডের কারণে এলাকার যুবসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে চাপে রাখতে আনোয়ার হোসেন নিজের গ্রাম ছয়াইল থেকে লোকজন এনে হামলা ও নির্যাতন চালান বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। প্রতিপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ বা সামাজিক সম্পর্ক রাখলেও অন্যদের ওপর হামলার আশঙ্কা তৈরি করা হয় বলে দাবি অভিযোগকারীদের। এমনকি সামাজিক অনুষ্ঠান ও পারিবারিক আয়োজনে কাকে আমন্ত্রণ জানানো হবে, সে ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানাতে বাধ্য করা এবং অন্যদের সামাজিকভাবে একঘরে করার চেষ্টায় ইউনিয়নের সামাজিক সম্প্রীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগকারীদের দাবি, এসব ঘটনার কারণে পদ্মাকর ইউনিয়নের ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি তৈরি হয়েছে। তাঁরা অভিযোগগুলোর নিরপেক্ষ তদন্ত, জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এলাকায় স্বাভাবিক ব্যবসায়িক ও সামাজিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন।

ভুক্তভোগী হাসান বলেন, ‘হাটগোপালপুর বাজারের পাটের ব্যবসা করি আমি। আমার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা করে আনোয়ার ও তাঁর অনুসারীরা। পরে এ ঘটনায় সালিশ বসে। সালিশে ১০ লাখ টাকার পাটের বিপরীতে মাত্র ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা দেয় আমাকে। বাকি টাকা আনোয়ার হোসেন আত্মসাৎ করে।’

আরেক ভুক্তভোগী পদ্মাকর গ্রামের জাহিদ মোল্লা বলেন, ‘আমার পরিবারের সবাই বিএনপির রাজনীতি করে। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় অনেক বছর নির্যাতনের শিকার হয়েছি। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে আনোয়ার হোসেন আমার পরিবারকে বাড়িছাড়া করে। এ পর্যায়ে তাঁকে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দিয়ে বাড়িতে ফিরে আসি। তাঁর কাছে এখনো জিম্মি হয়ে আছি।’

এ বিষয়ে অভিযুক্ত বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, সব মিথ্যা। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে একটি মহল।’

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু বলেন, ‘অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ বিল্লাল হোসেন বলেন, ‘কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পেলে সেটা নিয়ে তদন্ত করা হবে। সত্যতা পেলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের অংশ নিতে আইনগত বাধা নেই

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের অংশগ্রহণে আইনগত কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট মো. আসাদুজ্জামান।

তিনি বলেন, আগে যেভাবে এমপিওভুক্ত শিক্ষকেরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নিতেন, এখনো সেভাবেই অংশ নিতে পারবেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে এ বিষয়ে সরকারের ওপর আস্থা রাখার আহ্বান জানান তিনি।

সোমবার (১৯ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহ প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ

ইনস্টিটিউটের (পিটিআই) নতুন ভবন উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন আইনমন্ত্রী।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেনের পদত্যাগের বিষয়ে সরকারের অবস্থান জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, কেউ সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার পরিপন্থী কোনো কাজ করে থাকলে সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। এ ক্ষেত্রে কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

সার ডিলার নিয়োগসংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, যথাযথ নিয়ম মেনেই সার ডিলার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খান, জেলা প্রশাসক নোমান হোসেন, পুলিশ সুপার মিয়া মোহাম্মদ আশিস বিন হাছান (পিপিএম-সেবা), জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি মো. আব্দুল মজিদসহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান ও রাজনৈতিক দলের নেতারা।

এর আগে সকালে আইনমন্ত্রী ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন। সভায় জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে জেলা জামায়াতের মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

বিসিআইসি সারের ডিলার নিয়োগে অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি দলীয়করণ সর্বত্র দুর্নীতি, চাঁদাবাজি-দখলবাজি, তেল গ্যাস ও বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং সার সংকটের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (১৮ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহ পায়রা চত্বর মোড়ে ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতে ইসলামের আয়জনে এ মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়।

ঝিনাইদহ জেলা জায়াতের নায়েবে আমীর মো: আব্দুল আলীমের সভাতিত্বে মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ মতিয়ার রহমান, ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য মাও: আবু তালেব, সেক্রেটারী জেনারেল আওয়াল সহ সেক্রেটারী মাও: আব্দুল হাই, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার আমীর ড. হাবিবুর রহমান প্রমূখ।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজম মো. আবু বকর বলেন, কৃত্রিম সারসংকট তৈরি করে সাধারণ কৃষকদের জিম্মি করার উদ্দেশ্যে ঝিনাইদহে সারের ডিলার নিয়োগে নজিরবিহীন দুর্নীতি ও ব্যাপক দলীয়করণ করা হয়েছে।

ফ্যাসিবাদী আমলের ডিলারদের কারণে কৃষকেরা এমনিতেই দিশেহারা। দেশ ও জনগণের এই সংকটে জামায়াতে ইসলামী সব ধরনের অন্যায়-অপরাধের বিরুদ্ধে আপসহীন প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি অনবিলম্বে বিতর্কিত সার-বীজ মনিটরিং কমিটি পুনর্গঠন এবং দলীয় বিবেচনায় দেওয়া সব ডিলারশিপ বাতিল করে স্বচ্ছ ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নতুন করে ডিলারশিপ নিয়োগের দাবি জানান।

সমাবেশে জেলা প্রশাসক মো. নোমান হোসেন প্রিন্সের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল হাই জেলা প্রশাসককে উদ্দেশ করে তিনি বলেন,ঝিনাইদহের ডিসি সাহেব, আপনি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়কে দুর্নীতির খুঁটি বানিয়ে বসে আছেন! যদি সঠিকভাবে নিজের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে না পারেন, তবে স্পষ্ট করে বলুন আপনি পুরুষ নন, আপনি মহিলা! আর তা-ও যদি না হন, তবে আপনি হিজড়া! আমরা আপনার জন্য দুই জোড়া চুড়ি কিনে পাঠিয়ে দিচ্ছি! দায়িত্ব পালন করতে না পারলে হাতে চুড়ি পরে বসে থাকুন’।

সমাবেশে জেলা পরিষদের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বক্তারা। তাঁদের অভিযোগ, জেলা পরিষদের নতুন সার্ভেয়ার হানিফসহ

মোট সাতজনের নিয়োগে অনিয়ম হয়েছে। হানিফের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে পরদিন তা জমা নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। এ ছাড়া নিয়োগের বিনিময়ে ২০ লাখ টাকা লেনদেনের অভিযোগও উত্থাপন করা হয়। এসব অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করে সত্যতা যাচাই এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান বক্তারা।

একই সঙ্গে হানিফসহ সাতজনের নিয়োগ বাতিল করে স্বচ্ছতা, যোগ্যতা ও যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আহ্বান জানান তাঁরা। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে বসে অবৈধ অর্থের ভাগাভাগি করেণ বলেও দাবি করেণ বক্তারা। এই ঘুষখোর পক্ষপাতকারী জেলা প্রশাসকের প্রত্যাহার চান তারা।

সমাবেশ থেকে আগামী ৩১ মার্চে ১১ দলের লংমার্চ কর্মসূচি সফল করতে সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান নেতারা ।

মেহেরপুরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিএনপির উদ্যোগে শাড়ি বিতরণ

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মেহেরপুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ১ হাজার শাড়ি বিতরণ করেছে জেলা বিএনপি। বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপহার হিসেবে এসব শাড়ি বিতরণ করা হয়।

শনিবার (১৭ অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ শাড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা আক্তার উর্মি।

বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট শওকত আরা আক্তার উর্মি বলেন, ধর্মীয় পরিচয় যার যার, তবে রাষ্ট্রের অধিকার সবার সমান। সব ধর্মের মানুষের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। অতীতের মতো ভবিষ্যতেও মানুষের পাশে থাকার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তিনি বলেন, তারেক রহমান নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নে কাজ করছেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুন বলেন, বাংলাদেশ সব ধর্মের মানুষের দেশ। এখানে প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন ও নিরাপদে বসবাসের অধিকার রয়েছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার নিরাপত্তা ও ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের মধ্য দিয়েই সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

সভাপতির বক্তব্যে জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, মেহেরপুরে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে জেলার সব মানুষকে সমান মর্যাদা দেওয়া এবং সুখে-দুঃখে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোই তাঁদের প্রত্যাশা।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, মানুষের কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠাই রাজনীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। ধর্মীয় পরিচয় যা-ই হোক, প্রতিটি মানুষের মর্যাদা রক্ষা এবং সবার পাশে দাঁড়ানো গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়জ উদ্দিন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহমেদ এবং গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল করিমসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম।

মেহেরপুরে মহিলা এমপি শওকত আরা আখতারকে জেলা বিএনপির ফুলেল শুভেচ্ছা

সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা আখতারের মেহেরপুরে আগমন উপলক্ষে জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

শুক্রবার (১৬ অক্টোবর) বিকেল ৩টার দিকে মেহেরপুর সার্কিট হাউসে জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ তাঁকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম এবং জেলা জাসাসের সদস্যসচিব বাকাবিল্লাহসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

এ সময় নেতৃবৃন্দ সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা আখতারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর মেহেরপুর আগমনকে স্বাগত জানান।

মেহেরপুরে শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্যাপনে বিএনপির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা সভা

মেহেরপুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্যাপনে বিএনপির ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (১১ অক্টোবর) জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ সভার আয়োজন করে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের

সঞ্চালনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

এ সময় জেলা বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বিএনপির প্রয়াত দুই নেতার স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা বিএনপির প্রবীণ রাজনীতিবিদ ইসলাম আলী মাস্টার ও সদ্য প্রয়াত এস এম শাহজাহানের স্মরণে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার রাত ৮টায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ে তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আনসারুল হক, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সোহরাব হোসেন, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ বাকা বিল্লাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হাসান মিন্টু, জেলা যুবদলের সহসভাপতি এস এ খান শিল্টু, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি শামীম হাসান এবং পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জার্জিস ইউসুফ রৌমিকসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান মরহুম ইসলাম আলী মাস্টার ও এস এম শাহজাহানের রাজনৈতিক অবদান গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, মেহেরপুরের রাজনীতি ও বিএনপির

সাংগঠনিক কার্যক্রমে তাঁদের অবদান নেতাকর্মীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁদের আদর্শ ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ভবিষ্যতেও নেতাকর্মীদের অনুপ্রেরণা জোগাবে।

তিনি মরহুমদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

আলোচনা সভায় অন্যান্য বক্তারাও মরহুমদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য দেন। তাঁরা বলেন, মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে মেহেরপুরের প্রবীণ রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের মৃত্যুতে রাজনৈতিক অঙ্গনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়।

অনুষ্ঠান শেষে মরহুম ইসলাম আলী মাস্টার ও এস এম শাহজাহানের রুহের মাগফিরাত এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

মেহেরপুরে সার ডিলার নিয়োগে দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতির মচ্ছব

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধিনে মেহেরপুর জেলায় সার ডিলার নিয়োগে দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেছে। জেলার ৩ উপজেলা ও দুই পৌরসভায় ২২ জন নতুন ডিলার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এ ডিলার নিয়োগকে কেন্দ্র করে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটিকে প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের মত করে তালিকা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন ও সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. কামরুল হাসানের বিরুদ্ধে। ২২টি ডিলারের সবগুলোই বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের অনুসারীরা পেয়েছেন।

তবে, বিএনপির অপর অংশ সাবেক এমপি মাসুদ অরুন ও আমজাদ হোসেন গ্রুপের কাউকেই এ ডিলার দেওয়া হয়নি। এনিয়ে বিএনপির দলীয় কোন্দল আরও জোরদার হচ্ছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

গত ৭ অক্টোবরের কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ আদেশের চিঠি গতকাল

সারের ডিলার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।”

মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নির্বাহী সদস্য আনোয়ারুল হক কালু বলেন,“ আমি গতমাস পর্যন্ত জেলা সার বীজ মনিটরিং কমিটির ব্যাবসায়ী প্রতিনিধি হিসেবে সদস্য ছিলাম। কোনো কারণ ছাড়াই সেই কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি করা হয়। এবং সেখানে চেম্বারের কোনো সদস্যকে রাখা হয়নি। সারের ডিলার হিসেবে যারা মনোনীত হয়েছে বেশির ভাগ জনের ব্যবসায়ী হিসেবে পূর্ব অভিজ্ঞতা নাই। নিজেরা ভাগাভাগি করে স্বজনপ্রীতির চুড়ান্ত নজির সৃষ্টি করেছে।”

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সদর উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি বাবলু সুত্রধর বলেন, “কমিটিতে আমি একা নয়, সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে জেলা কমিটি অধিকতরও যাচাই বাছাই করতেই পারতেন।”

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান বলেন,“ দলীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থরা যাতে সরকারি সুযোগ সুবিধা পাই সেরকম লক্ষ্য নিয়ে সার ডিলার পেয়েছেন। তাছাড়াও সরকারি বিভিন্ন দপ্তর তাদের তদন্ত করে যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই ডিলার নিয়োগ হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এক সাথে তো সকলকে সুবিধা দেওয়া যাবে না, যে কারণে যারা পাইনি তারা এনিয়ে নানা কথা বলবেই।”

জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, “সার ডিলার নিয়োগ প্রক্রিয়া কৃষি অফিস ও জেলা প্রশাসন ভালো বলতে পারবে। এখানে আমাদের কোন করণীয় ছিল না। দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতির যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা আপনিই প্রথম তুললেন। আর কেউ কোন অভিযোগ আমার কাছে করেনি।”

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি শিল্পি রানী রায় বলেন, “উপজেলা কমিটি যাচাই বাছাই শেষে যে তালিকা পাঠিয়েছে সেই তালিকা আমরা পাঠিয়েছি। জেলা কমিটির যাচাই বাছাই করেনি। তবে ডিলার নিয়োগ নিয়ে কেউ কোন অভিযোগ করলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন খানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি অভিযোগ করে বলেন, “সার ডিলার নিয়োগে শতভাগ দলীয় করণ ও অব্যবসাদারদের দেওয়া হয়েছে এবং বিএনপির

নেতারা ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছেন। ”

নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারীকে আমার ছোট ভাই মেরেছে, জোর গলায় বলছি

‘নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে আপনারা কিছুদিন আগে দেখেছেন কুষ্টিয়ায় এসে উত্তমমধ্যম খেয়ে চলে গেছে। উত্তমমধ্যম দিয়েছে, আমি জোর গলায় বলতে পারি, আমারই এক ছোট ভাই ছিল।’

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেঁউড়িয়ায় লালন মাজার প্রাঙ্গণে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলার বিষয়ে এভাবেই মন্তব্য করেছেন কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব খন্দকার তসলিম উদ্দিন নিশাত।

বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা সরকারি কলেজ আয়োজিত কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

হামলার বিষয়ে খন্দকার তসলিম উদ্দিন নিশাত বলেন, ‘সে বেয়াদপ, তাকে মারার প্রয়োজন ছিল, তাকে মারছে। তাকে জনসাধারণও মারছে, সেখানকার দোকানদারও মারছে তার মুখের ভাষার কারণে।’

এনসিপির নেতাদের রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়েও কড়া মন্তব্য করেন ছাত্রদলের এই নেতা।

তিনি বলেন, ‘এরা জীবনে কোনোদিন বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোনো উজ্জ্বল নক্ষত্র হতে পারবে না। এরা বাংলাদেশের রাজনীতির একটি কীটপতঙ্গ হিসেবে ইতিহাসে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।’

নিশাতের এমন বক্তব্যের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেঁউড়িয়ায় লালন মাজার প্রাঙ্গণে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনার পর হামলার কারণ ও জড়িতদের নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা- সমালোচনা চলছে।

এদিকে আমলা সরকারি কলেজে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জীবনী এবং ‘আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কী ও কর্মক্ষেত্রে এর ভূমিকা’ শীর্ষক কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আমলা কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মো. আলম চাঁদের সভাপতিত্বে এবং ইস্তিয়ার আহমেদ রাফির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোহা. আব্দুল লতিফ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রশিদুজ্জামান, আমলা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. মামুনুর রশীদ সিদ্দিকী এবং মো. নাহিদুল ইসলাম সোহান।

পরে কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ এবং কলেজ প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।